আপনার অভিমত

উৎসব গ্রামীণ সমাজ আর অর্থনীতিকেও পরিপুষ্ট করে

শারদোৎসব লক্ষ্মীর ঘট উপুড় করার সময়। সারা বছরের সঞ্চিত ধন নিঃশেষিত হয় এ আনন্দযজ্ঞে। তাতে প্রাণসঞ্চার হয় অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে। গ্রামীণ অর্থনীতি হঠাৎ করে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। লিখছেন

অরিন্দম চক্রবর্তী

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। গ্রাম বাংলায় সারা বছর ধরেই কোনও না কোনও উৎসব পালিত হয়।

রথযাত্রার দিনে বনেদি পুজো বাড়িতে দেবীর অঙ্গস্থাপন দিয়ে যে উৎসবের সূচনা ঘটে বিশ্বকর্মা পুজো, দুর্গাপুজো হয়ে একেবারে জগদ্ধাত্রী পুজোয় তা শেষ হয়। কোথাও বা রেশ চলে রাস পর্যন্ত।

উৎসব আমাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতির পরিচায়ক। পাশাপাশি এর সামাজিক প্রেক্ষাপট ও অর্থনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা সমান বিবেচ্য। শারদোৎসবেরও একটি দিক যদি হয় সামাজিক সংযোগ বা পুনর্মিলন, অপরটি অবশ্যই গ্রামবাংলার আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি।

শারদোৎসব আসলে সামাজিক মিলনক্ষেত্র রচনা করে— ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির, সমষ্টির সঙ্গে সমষ্টির। রোজকার ব্যস্ত জীবনে কতটুকুই বা সময় থাকে প্রতিবেশীর সঙ্গে সৌজন্য বিনিময়ের, পাশে বসে দুটো কথা বলার, ভাল লাগা মন্দ লাগা বিনিময় করার? উৎসব আমাদের সেই পরিসর দেয়। কর্মব্যস্ত জীবনের একঘেয়েমি কয়েক দিনের জন্য দূরে সরিয়ে রেখে সকলে সামাজিক হয়ে উঠি। পরিবারের ক্ষুদ্র পরিসর থেকে সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে সক্রিয় হয়ে উঠি। ঘরের কোণে যে মানুষটি বারো মাস প্রাত্যহিকতার ঘানি টেনে চলে, সে-ও সমাজের আর সকলের সঙ্গে হুল্লোড় করতে বেরিয়ে পড়ে একটি উভমুখী সম্পর্ক নির্মাণে। জীবনে সামাজিকতার যে জায়গা আছে, পুরনো সম্পর্কগুলিকে ঘষামাজা করার যে প্রয়োজন আছে, উৎসব সেই উদ্দীপনাটাই তৈরি করে।

তবে সমাজজীবনে উৎসবের ভূমিকা কেবল সামাজিক মিলনক্ষেত্র রচনায় নয়, অর্থনৈতিক পরিসরেও পরিলক্ষিত হয়। উৎসবের প্রভাব সমগ্র অর্থনীতিতেই পড়ে, তবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে শারদোৎসব যে আর্থিক জোয়ার আনে তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। গ্রামবাংলার যে বাণিজ্য, যে শিল্প, বিশেষত যে কুটির শিল্পগুলি রয়েছে, যাতে বংশ পরম্পরায় কারিগরেরা একেবারে ঘরোয়া পরিবেশে নানা জিনিস তৈরি করেন, যা মূলত দরিদ্র বা স্বল্প আয়ের মানুষদের আর্থিক সুযোগ তৈরি করে, প্রযুক্তি নয় শ্রম-নিবিড়তা যার জিয়নকাঠি, উৎসবের প্রভাব তার উপর বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাই তাঁতশিল্প হোক বা মৃৎশিল্প, মনিহারি ব্যবসা কিংবা মণ্ডপ নির্মাণে যুক্ত মানুষেরা বছরভর এই সময়টার জন্য অপেক্ষা করেন। উৎসবের সময়ে ছোট-ছোট বিনিয়োগগুলি বড় হয়ে ফিরে আসে।

বাঙালি মননে শারদোৎসব যেন লক্ষ্মীর ঘট উপুড় করার সময়। সারা বছর ধরে তিলে-তিলে সঞ্চিত ধন নিঃশেষিত হয় এ আনন্দযজ্ঞে। বাড়ির পরিচারিকা থেকে বিউটিশিয়ান, রিকশাচালক থেকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী — প্রত্যেকে মেতে ওঠেন বিশেষ অর্থব্যয়ের জন্য। তাতে প্রাণসঞ্চার হয় অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে। গ্রামীণ অর্থনীতি হঠাৎ করে চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

যেমন, পুজো মানেই নতুন পোশাক। "তাঁতশিল্প এখন পুরোটাই শারদোৎসবমুখী"— বলেন একটি সরকারি তন্তুবায় সমিতির প্রাক্তন ম্যানেজার দেবাশিস বসাক। এখন মেয়েরা হ্যান্ডলুমের শাড়ি মূলত এই উৎসবের সময়েই পড়েন। ফলে তাঁতের শাড়ির বিক্রিবাটা দুর্গাপুজোর তিন মাস আগে থেকে চলে দীপাবলি পর্যন্ত। মহাজন বা সরকারি সমিতি সারা বছর ধরে তাঁতিকে মজুরির একটা অংশ দিয়ে শাড়ির যে ভাণ্ডার গড়ে তোলে, এই সময়েই তা বিক্রি হয়। সাধারণ তাঁতিও বকেয়া মজুরি পান পুজোর মুখেই।

শুধু তাঁতি বা মহাজন নন, যাঁরা ভাড়ার গাড়ি বা টোটো চালান শারদোৎসব তাঁদেরকেও পুষ্ট করে। ফুলিয়ার সুনীল বিশ্বাস গত তিন বছর ধরে টোটো চালান। সারা বছর তাঁর যা আয় হয়, তার কয়েক গুণ হয় পুজোর মরসুমে। রথযাত্রার পরেই কলকাতা থেকে মানুষজন আসতে শুরু করে ফুলিয়ায় তাঁতের শাড়ি কিনতে। প্রায় প্রতিটি টোটো চালকের মহাজন নির্দিষ্ট করা থাকে। শাড়ি প্রতি টোটো চালকের প্রাপ্তি পাঁচ থেকে কুড়ি টাকা। যে মহাজনের ব্যবসার যেমন বহর, তেমন কমিশন। আর পুজোর দিনগুলিতে কোনও দিন দেড় থেকে দু'হাজার টাকাও আয় হয়।

আসলে রথযাত্রার পর থেকেই গ্রামীণ অর্থনীতিতে একটা গতি সঞ্চারিত হয়। মৃৎশিল্পী মহাদেব পাল বলছিলেন, "এ সময়ে কাজ মূলত বিশেষজ্ঞ কারিগরের। বছরের অন্য সময়ে যে কারিগরকে পাঁচশো টাকা মজুরি দেওয়া হয়, রথযাত্রার পরে তা বাড়তে-বাড়তে দুই থেকে আড়াই হাজারে চলে যায়। যেহেতু অধিকাংশ পুজো কমিটি প্রতিমা নেওয়ার সময় সম্পূর্ণ দাম মিটিয়ে দেয়, কারিগরদের বর্ধিত মজুরি দিতে সমস্যা হয় না।" মণ্ডপ নির্মাণের অধিকাংশ কাজ অতটা বিশেষায়িত না হওয়ায় অতিরিক্ত কারিগর নিয়োগ করে সামাল দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরে মণ্ডপ নির্মাণ কাজের সঙ্গে যুক্ত ফুলিয়ার বিজয় কর্মকার জানান, সারা বছর যত কারিগর কাজ করেন, তাঁদের সঙ্গে আরও ৫০ শতাংশ অতিরিক্ত কারিগর নিয়োগ করতে হয়। সব মিলিয়েই অতিরিক্ত শ্রমের চাহিদা তৈরি করে উৎসব, যা কখনও নিয়োজিত শ্রমিক বা কারিগরদের অতিরিক্ত সময় কাজ করিয়ে, কখনও বা অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করে সামাল দেওয়া হয়। এতে কর্মহীন মানুষদেরও কাজের সুরাহা হয়।

যিনি মণ্ডপসজ্জা করেন, যে শিল্পী প্রতিমা গড়েন, যে কারিগর মাটির প্রদীপ বানান বা শোলার কাজ করেন, যে মানুষটি শারদমেলায় মনিহারি দোকান দেন, এঁদের প্রত্যেকের কাছে পুজো বা উৎসব এক আনন্দবার্তা বয়ে আনে। উৎসবকালীন সময়ে গ্রামীণ অর্থনীতিতে যে ঢেউ ওঠে, তার প্রভাব প্রতিটি অর্থ উপার্জনকারী এককে সঞ্চারিত হয়। অর্থনীতিতে চুঁইয়ে পড়া তত্ত্বের যে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হয়, তার সার্থক বাস্তবায়ন তেরো পার্বণেই।

মাজদিয়া সুধীরঞ্জন লাহিড়ী মহাবিদ্যালয়ের অর্থনীতির শিক্ষক

ABP - 8/11/18

Scanned by CamScanner